বীরেন্দ্র সমগ্র

ষষ্ঠ খণ্ড

সম্পাদনা
সব্যসাচী দেব

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

‘শেষ নাহি যে/শেষ কথা কে বলবে?’

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের পর যদি কোনো কবির কবিতা বাঙালি প্রাতিস্বিকতায় ছাপ ফেলে থাকে, গত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে অদ্যাবধি যাঁর কবিতার পংক্তি উচ্চারিত হয় প্রতিবাদী কণ্ঠ বলে, তিনি আমাদের প্রিয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশ শতকের আশির দশকে তিনি প্রয়াত হবার পর *অনুষ্টুপ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল *বীরেন্দ্র সমগ্র* প্রকাশ করবে বলে। শুরু হয়েছিল বিগত শতকের শেষ দিকে, কিন্তু শেষ হতে হতে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে একত্র প্রকাশিত হতে পারল শেষ দুটি খণ্ড, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড। এখন *অনুষ্টুপ*-এর আমরা গর্ব করেই বলতে পারি যে গত শতকে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর তাঁর সমগ্র রচনা প্রকাশ করার যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছিলাম, সে কথা রাখতে পেরেছি।

এই যে ‘আমরা’ বলছি, তার প্রধান কারিগর কেবল একজন কবি, অধ্যাপক বন্ধু সব্যসাচী দেব। পরম নিষ্ঠায় এই বিরাট এবং কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আর এই সম্পাদন-কর্মে তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃত অর্থে সম্পাদনা কাকে বলে। কবিতা ও অন্যান্য লেখা একত্র করাকে তো সম্পাদনা বলে না, সম্পাদকের কাজ কবির কবিতা পড়া, অনুধাবন করা, ক্রম নির্ধারণ করা, ব্যাখ্যা করা এবং শেষ অব্দি পাঠকের জন্য সবটা সম্পূর্ণতা দিয়ে উপস্থাপন করা। এর জন্য লাগে মেধা, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম। আর লাগে সময়। পাঠকও ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছেন। সেই প্রয়াস সার্থক হল। বীরেন্দ্র সমগ্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই যে ছ'টি খণ্ড পর পর প্রকাশিত হল, সেটি নতুন করে যথাযথভাবে এক সম্পাদকের অর্থাৎ কবি সব্যসাচী দেবের, আগেই বলেছি, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠায়।

কিন্তু এটি প্রথমবার নয়। দুটি খণ্ড বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণের পরে পরেই প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সব্যসাচী দেব-এর সঙ্গে পুলক চন্দও জড়িত ছিলেন। গত শতাব্দীতে *বীরেন্দ্র সমগ্র* ২য় খণ্ড প্রকাশের সময় অর্থাভাবে, আমরা সরকারী অনুদান গ্রহণ করতে বাধ্য হই। আর সেই বাধ্য হবার কারণটি প্রকৃত প্রস্তাবে অনুধাবন করতে না পেরে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তারপর আমরা স্থির করি ঢাউস কোনো খণ্ড করব না। এমনভাবে খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবে যাতে পাঠকের পড়তে ও বুঝতে সুবিধে

হয়। আর এই নতুন প্রকল্প আমরা সম্পন্ন করতে পারলাম বন্ধু সব্যসাচী দেবের নিঃস্বার্থ প্রয়াসে।

২

আর একটি কথা পাঠককে এই সুবাদে না জানালেই নয় যে, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর আমরা *অনুষ্টুপ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা* প্রকাশ করেছিলাম। সেই সংখ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন, কবিতা, গদ্য রচনা—সবটা নিয়েই শঙ্খ ঘোষ সহ অনেকে লিখেছিলেন। সেই সংখ্যাটি থেকে পরে একটি সংকলন গ্রন্থ 'অনুষ্টুপ' থেকেই প্রকাশিত হয়। সংকলনটির নাম ছিল *আগুন হাতে প্রেমের গান*। এই বীরেন্দ্র পরিক্রমাটি হাতে পেলে পাঠক বুঝবেন, অন্য কবি ও আলোচকরা কীভাবে তাঁর রচনা পর্যালোচনা করেছেন, এবং তিনি আজও কেন প্রাসঙ্গিক। এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে এই ষষ্ঠ খণ্ডটি যেহেতু তাঁর গদ্য লেখার সংকলন, তাই বাঙালি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। 'আত্ম বিস্মৃতি, আত্মহত্যা ও একজন লেখক' এই গদ্য রচনাটি শুরু হচ্ছে এভাবেই—

> 'বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। কথাটি আংশিক সত্য। বাকি অর্ধেক যা বাঙালির অন্য পরিচয়, তা হলো আত্মহত্যার প্রতি এই জাতির প্রচণ্ড আকর্ষণ। অর্থাৎ বাঙালি যেমন নিজেকে ভুলে থাকে, তেমনি নিজেকে হত্যাও করতে চায়। তার মধ্যে যা শুভ, যা চিরন্তনী, যা প্রকৃত অর্থে মূল্যবান, তাদের প্রতি সহজাত বিদ্বেষ অধিকাংশ বঙ্গসন্তানই নিজের মধ্যে লালন করে।
>
> প্রমাণ? বাঙালির রাজনীতি। বাঙালির স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষায়তনগুলি।'

এই কটি কথা পড়লেই কি মনে হবে না, এই ২০২৫ সালে তিনি কতটা প্রাসঙ্গিক ও দূরদর্শী?

ষষ্ঠ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১) ছোটোদের গল্পসল্প, ২) গল্প, ৩) নানা গদ্য লেখা/লেখা ও লেখক, ৪) সময়, সমাজ ও শিল্পী, ৫) সম্পাদকের ভূমিকা, ৬) গ্রন্থ পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য। বলা বাহুল্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও গ্রন্থ পরিচয়, ৬টি খণ্ডেই আছে। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো ছয়-ছটি খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি।

সবটা মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক যুগন্ধর কবি ও লেখকের সমগ্র রচনা প্রকাশ করতে পেরে গত শতকের সত্তর দশকের সঙ্গে এই একবিংশ শতকের চিন্তা, ও লেখালিখির পার্থক্য বিধৃত করা গেল।

এটা কী কম কথা?

১২-১২-২০২৫ অনিল আচার্য

প্রসঙ্গ কথা

কবিতাই ছিল তাঁর ব্রত। কবিতা তাঁর ভালোবাসা, তাঁর অস্ত্র, জীবনও। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামটি তাই হয়ে ওঠে কবিতার সঙ্গে সমার্থক। তাঁর যা কিছু বলার ছিল, সবই তিনি বলতে চেয়েছেন কবিতায়। তবুও কখনো কখনো কিছু কথা থাকে, যা কবিতার ইঙ্গিতময়তার বদলে স্পষ্ট ও সহজ গদ্যে সোজাসুজি বলা দরকার হয়ে পড়ে। তাঁর কবিতা চারপাশে প্রবহমান জীবন ও সমাজকে বাদ দিয়ে চলার কথা ভাবতে পারেনি, তেমনই সেই জীবন ও সমাজ সম্পর্কে কিছু কথা তাঁকে বলতে হয়েছে, যা দাবি করে গদ্যের প্রত্যক্ষতা। আর সেই প্রত্যক্ষতার দায়েই সেই গদ্য কখনো বা বেশ রূঢ়ই; অন্তত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত তো বটেই। সেই সব গদ্য থেকে চেনা যাবে যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে তিনি আলাদা বা বিচ্ছিন্ন নন, কিন্তু কিছুটা অন্য।

অবশ্য কেবল সমাজভাবনা নয়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নানা সময়ে তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে ধারণাকেও ছোটো ছোটো গদ্যে ধরে রেখেছিলেন। স্বল্পায়তন সেই লেখাগুলির সীমিত পরিসর থেকেই চিনে নেওয়া যায় ঋজু এই মানুষটিকে। যা আরেকভাবে বোঝা যায় তাঁর সম্পাদিত ও সংকলিত নানা সংকলনের ভূমিকা থেকে। অন্য-এক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তবু হয়ত অন্যও নয়।

কিন্তু এসব তো কেজো গদ্য। তার বাইরেও তো লেখা হতে পারে গদ্য; যেখানে আছে কল্পনার অবকাশ, আছে সৃষ্টির আনন্দ! কবিতায় তিনি যেভাবে দেখেছেন জীবনকে, তাঁর গদ্যের পাঠ কি একটু ভিন্ন? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন, এটা হয়ত অনেকের কাছেই তথ্য হিসেবে অজানাই, অথবা কেউ হয়ত কেবল মনে করতে পারবেন তাঁর ছোটোদের জন্য লেখা গল্পের কথা। কিন্তু পরিণতবয়স্ক পাঠকের জন্যও তিনি গল্প লিখেছিলেন, সংখ্যায় তা এতই কম যে হারিয়ে যাওয়াই বোধহয় তাদের সম্ভাব্য পরিণতি ছিল। তবুও তা হারায়নি।

*　　*　　*

সেই সব গদ্য আর ছোটোদের জন্য কিছু লেখা, যা আগের খণ্ডগুলিতে যায়নি, তাই নিয়েই তৈরি হলো 'বীরেন্দ্র সমগ্র'-র ষষ্ঠ খণ্ড। আপাতত এটিই শেষ খণ্ড, আপাতত বলা হচ্ছে এই কারণেই যে নানা জায়গায় ছড়িয়ে-থাকা কবির রচনা নানা জনের চেষ্টায় জোগাড় করা গেলেও সবই যে উদ্ধার করা গেছে, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। দূর মফস্বল বা গ্রামের একটি বা দুটি সংখ্যার বা আদৌ প্রকাশিত-না-হওয়া পত্রিকার সম্পাদককে পোস্টকার্ডে পাঠানো কোনো লেখা হয়ত এখনো রয়ে গেছে অজানা কোনো ঠিকানায়, কবির নিজের কাছে যার কোনো কপিই ছিল না। আবার তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলির সব কবিতাও পৌঁছয়নি আমাদের কাছে, ভগ্নাংশ মাত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'বীরেন্দ্র সমগ্র'-তে।

সেই অজানিত ও অনুমিত লেখা কখনো যদি পাওয়া যায়, এবং সংখ্যায় যদি তা একেবারেই কম না হয়, তাহলে হয়ত আবার আরেকটি খণ্ডের কথা ভাবতে হবে। হয়ত!

সবটাই নির্ভর করছে কয়েকটি যদি-র উপর।

* * *

তাই আপাতত এটিই 'বীরেন্দ্র সমগ্র'-র শেষ খণ্ড। দীর্ঘ সময় লেগে গেল এই কাজটি শেষ করতে, বিলম্ব ইচ্ছাকৃত না হলেও এবং সবটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও এই দীর্ঘসূত্রিতার মূল দায় সম্পাদকেরই, তাই পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি। শুধু এটুকুই বলার যে এই কাজটি ছিল সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশক ও সম্পাদকের ভালোবাসার দায়।

এই ছ'টি খণ্ড প্রকাশে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সকলকে আমার নমস্কার। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও পুত্র মিত্রা ও বুদ্ধদেবকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর চেষ্টা করছি না, তাঁরা তো আমাদের আত্মজন। প্রকাশনা ও মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

সব্যসাচী দেব

সূ চি প ত্র

১

ছোটোদের গল্পসল্প **১৩-৩৪**

ছড়া বানাই ১৫
কালো পিঁপড়ে লাল পিঁপড়েদের গৃহযুদ্ধ ১৭
শুয়োরের শুঁড় কোথায় গেল ১৮
দাদুর গল্প ১৯
গল্প শেষ, তারপর ২৬
ভূতের গল্প ২৮
ভূতদের চিড়িয়াখানা ৩০

২

গল্প **৩৭-৬৮**

একটি মৃত্যু ৩৯
ভাত ৪২
চশমা ও সাঙ্কো পাঞ্জার গল্প ৪৬
নষ্ট হওয়ার গল্প ৫৩
দুটি উৎসব (অনুবাদ) ৫৯

৩

নানা গদ্য লেখা **৭১-১১৬**

লেখা ও লেখক ৭৩

একটি কবির উদাহরণ ৭৫
দুই ঠাকুরের গল্প ৮০
বিস্মৃত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ ৯১
রবীন্দ্রচৈতন্যের উৎস : একটি সূত্র ৯৩

আত্মবিস্মৃতি, আত্মহত্যা ও একজন লেখক ৯৮
অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আমাদের দায়িত্ব ও মনুষ্যত্ববোধ ১০৫
কবি নন, তিনি কবিতার জন্য ১০৯
কবিতার নিজস্ব পৃথিবী ১১২

সময়, সমাজ ও শিল্পী ১১৭-১৫০

বুদ্ধিমানের বিবেক ১১৯
শিল্পীর সমস্যা ১২১
শিল্পীর দায়িত্ব ১২৪
শিল্পীর স্বাধীনতা ও বুদ্ধিজীবীর বিবেক ১২৭
রাত কত হলে উত্তর মেলে না ১৩০
মানুষ ও মনুষ্যত্ব-বিনাশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ১৩২
পশ্চিমবাংলায় কি এখনও দেবতার শাসন চলছে? ১৩৬
প্রতিশ্রুতি, নির্বাচন ও নৈঃশব্দ্য ১৩৯
জল্লাদের বিবেক ১৪৩
মানব ধর্ম: একজন কবির দায়িত্ব ১৪৬

সম্পাদকের ভূমিকা ১৫১-১৭৭

কালপুরুষ ১৫৩
জীবনায়ন ১৫৫
দুর্গমগিরি কান্তার মরু ১৫৮
খাড়া পাহাড় বেয়ে ১৬০
অমল মানুষ ১৬২
মানুষের অধিকার ১৬৩
ব্রাত্য পদাবলী ১৬৪
আমরা যে গান গাই ১৬৬
চিড়িয়াখানা ১৬৯
ভিয়েতনাম ১৭১
ভাইয়ের মুখ ১৭২
ভোরের নক্ষত্র ১৭৫

গ্রন্থ পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৭৯

ছয়টি খণ্ডের কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ১৮৩

ছড়া বানাই

বাবা লিখলেন : কে যে হাতি
মাথায় ছাতি
ট্যাক্সি চড়ে যায়।
ছেঁড়া জামা
হাতির মামা
ফ্যালফেলিয়ে চায়।

কেয়া বলল : ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী
দুধ ভাত খায়;
হঠাৎ তাকিয়ে দেখে
পাখি উড়ে যায়।

বাবা বললেন : 'পাখি'টাকে ব্যাঙ্ করো; শুনতে ভালো হবে :

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী
দুধ ভাত খায়;
হঠাৎ তাকিয়ে দেখে
ব্যাঙ্ উড়ে যায়!

কেয়া বলল, ব্যাঙ্ আবার ওড়ে নাকি? বাবা বললেন, ছড়ার ব্যাঙ্ ইচ্ছে করলেই উড়তে পারে। দেখছ না, ছড়ার হাতি মাথায় কেমন ছাতা দিয়েছে, ট্যাক্সি চড়েছে :

এরপর বাবা আরেকটা ছড়া বানালেন :

এক যে ছাতি
মাথায় হাতি।
এক যে রাগ
ভীষণ বাঘ।

কেয়া বলল, এ ছড়া তোমার আপিসে দেখলে খুব বকবে। মিঠুন বলল, বকবে কেন? এ তো খেলা। কেয়া বলল, আপিসে কি কেউ খেলা করে? মিঠুন বলল, কবিতাটা তুমি আপিসে লুকিয়ে রেখো। তাহলেই কেউ দেখতে পাবে না।...